চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' পালিত

ইতিহাসের ভয়াল ও বীভৎস কালরাত্রী ২৫ মার্চ। আজ সেই ভয়াল জাতীয় গণহত্যা দিবস। মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত হত্যাযজ্ঞের দিন। ১৯৭১ সনের অগ্নিঝরা এই দিনে বাঙালির জীবনে নেমে আসে নৃশংস ও ও বিভীষিকাময় কালরাত্রী। এ রাতে বর্বর পাকবাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী বাঙালির উপর হিংস্র দানবের মত ঝাপিয়ে পড়ে । এ দিনটি স্মরনে ২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রি. রাত ৯ থেকে ১ মিনিট (ব্ল্যাক আউট) কর্মসূচি পালন শেষে নগরীর জাকির হোসেন রোডস্থ বধ্য ভূমিতে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি পালিত হয়। এছাড়াও শহীদ বেদীতে সকাল ১০ টায় পুষ্পমাল্য অর্পন এবং দুপুর ১.৩০ টায় নগর ভবনে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত এর মধ্য দিয়ে গণহত্যা দিবস পালন করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। সকাল ১০ টায় বধ্য ভূমিতে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলর ও বিভাগীয় প্রধান সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে শহীদ বেদীতের ফুল দিয়ে গণহত্যা দিবসের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।এছাড়াও রাত ৯.০০টা থেকে ৯.০১ মিনিটে ব্ল্যাকআউট চলাকালিন সময়ে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে মেয়র উপস্থিত ছিলেন । মোমবাতি প্রজ্জ্বলনকালিন সময়ে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলর, রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিভিন্ন শ্রেনি পেশার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । এ সময় মেয়র ও অন্যরা এক মিনিটি নিরবে দাড়িয়ে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। মোমবাতি প্রজ্জ্বলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সুধি সমাবেশে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রীতে ঢাকায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বর্বরোচিত হামলার এই বিয়োগান্তক ঘটনার নিন্দা জানাবার কোন ভাষা নেই। তিনি বলেন, রাষ্ট্র সরকারী ভাবে এই দিবসটি পালন করলেও এদেশের কতিপয় রাজনীতিক দল এ দিনটি পালন করছে না- যা জাতির জন্য দুঃখজনক । তিনি এ দিবসটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবী করেন। এ সময় প্যানেল মেয়র

চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, সম্মানিত সংরক্ষিত কাউন্সিলর মিসেস জোবাইরা নার্গিস খান, সম্মানিত কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, সম্মানিত কাউন্সিলর জহুরুল আলম জসিম, সম্মানিত কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, সম্মানিত কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, সম্মানিত কাউন্সিলর সফিউল আলম, সম্মানিত সংরক্ষিত কাউন্সিলর মিসেস আবিদা আজাদ, সম্মানিত সংরক্ষিত কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, সচিব মোহাম্মদ আবুল হোসেন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, উপ সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম, শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুর রহমান সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

৪৮ তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক প্রদান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ৮ জন বরেণ্য ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদকে ভূষিত করা হবে। ২৬ মার্চ ২০১৮ খ্রি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বিকেল ৪ টায় থিয়েটার ইনষ্টিটিউটে স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক প্রদান করা হবে। পদক হস্তান্তর করবেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। ২০১৮ সনে স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা স্মারকে ভূষিত হবেন মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সাবের আহমেদ আসগারি, সাংবাদিকতায় অঞ্জন কুমার সেন, দ, শিক্ষায় প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী,সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আহমদ ইকবাল হায়দার, চিকিৎসায় প্রফেসর এল এ কাদেরী, নারী আন্দোলনে ফাহমিদা আমিন (মরনোত্তর), সমাজ সেবায় সাইফুল আলম মাসুদ ও ক্রীড়ায় এডভোকেট শাহীন আফতাবুর রেজা চৌধুরী।

৪৮তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গৃহীত কর্মসূচি

৪৮তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করেছে। কর্মসূচির মধ্যে ২৬ মার্চ ২০১৮ খ্রি. সোমবার, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে স্বাধীনতার শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সকালে নগরভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সকাল ৮ টা থেকে বাকলিয়াস্থ সিটি কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। কুচকাওয়াজে

সালাম গ্রহণ করবেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। ২৬ মার্চ ২০১৮ খ্রি. সোমবার, বিকেল ৪.০১ টায় নগরীর শহীদ মিনারস্থ থিয়েটার ইনস্টিটিউটে মহান স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক প্রদান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। উল্লেখিত কর্মসূচি সমূহ সফল করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২৫ মার্চ ২০১৮খ্রি.

প্রিমিয়ার কলেজের এইচ এস সি পরীক্ষার্থী বিদায় অনুষ্ঠানে মাননীয় মেয়র

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, নীতিহীন, আদর্শহীন ও অনৈতিক জীবন যাপনের কোন মূল্য নেই। নীতিবান, আদর্শবান ও আলোকিত মানুষ- যিনি দেশপ্রেম মা, মাটি ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এবং দরদ লালন করেন সে রকম মানুষ গড়ার দায়িত্ব পালন করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। মেয়র বলেন, মানুষের জীবনমান পরিবর্তন করার একমাত্র মাধ্যম সুশিক্ষা। মৌলিক অধিকারের এ মাধ্যম জীবনে কাজে লাগানো গেলে কোন মানুষ দরিদ্র থাকবে না। তিনি শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ হয়ে সমাজে আলো ছড়িয়ে- সমাজকে আলোকিত করার আহবান জানান। ২৪ মার্চ ২০১৮ খ্রি. দুপুরে আবদুল আলী হাটস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রিমিয়ার কলেজের ২০১৮ সনের এইচ এস সি শিক্ষার্থী বিদায়, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এ আহবান জানান। প্যানেল মেয়র ও সম্মানিত কাউন্সিলর নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত ওয়ার্ড সম্মানিত কাউন্সিলর মিসেস আবিদা আজাদ, সাবেক কমিশনার মো. নুরুল বশর মিয়া, শ্রমিক নেতা সফর আলী, অত্র বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য সরোয়ার মোর্শেদ কচি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অত্র কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আবু তৈয়ব চৌধুরী। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠান শুরুতে অতিথিদের ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করা হয়।

২৫ মার্চ ২০১৮খ্রি.

৩৬নং ওয়ার্ড সম্মানিত কাউন্সিলর মরহুম হাবিবুল হকের শোক সভায় মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, নির্ভীক, সৎ ও পরপোকারী ছিলেন সম্মানিত কাউন্সিলর হাবিবুল হক। সমাজ হিতোষী হাবিবুল হক সৎ, সাহসী ও কর্মঠ ব্যক্তি হিসেবে সকলের নিকট একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। ব্যবসা সফল, জনবান্ধব এ নেতার জীবনকে অনুসরণ করলে বর্তমান প্রজন্ম উপকৃত হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৫ম নির্বাচিত সংসদের ৩৬নং গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ড সম্মানিত কাউন্সিলর মরহুম হাবিবুল হকের শোক সভায় প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এ সব কথা বলেন। ২৪ মার্চ ২০১৮ খ্রি. শনিবার, সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগরীর রীমা কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ বাচ্চু। এতে আলোচনা করেন প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, নিছার উদ্দিন আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড সম্মানিত কাউন্সিলরদের মধ্যে মোঃ গিয়াস উদ্দিন, শৈবাল দাশ সুমন, নাজুমল হক ডিউক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, হাজী মো. জয়নাল আবেদীন, ছালেহ আহমদ চৌধুরী, মো. জহুরুল আলম জসিম, সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু, তারেক সোলেমান সেলিম, মোহাম্মদ জাবেদ, এস এম এরশাদুল্লাহ, মো. আবুল হাসেম, মোহাম্মদ আবদুল কাদের, গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, মো. সাইফুদ্দিন খালেদ সাইফু, এম. আশরাফুল আলম, মোহাম্মদ ইসমাইল বালী, মো. শফিউল আলম, জেসমিন পারভীন জেসি, আবিদা আজাদ, মনোয়ারা বেগম মনি, মোছাম্মৎ ফারজানা পারভীন, চসিক সচিব মোহাম্মদ আবুল হোসেন প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড.মুহম¥দ মুস্তাফিজুর রহমান ও উপ সচিব আশেক রসুল চৌধুরী সহ অন্যরা। শোক সভা উপস্থাপনায় ছিলেন চসিক জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম। শোক সভার পূর্বে বিকেল থেকে খতমে কোরআন, দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। পরে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনায় জেয়াফত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশল বিভাগের ২৫তম মাসিক সমন্বয় সভায় মাননীয় মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রকৌশল বিভাগের ১ম ও ২য় শ্রেনীর কর্মকর্তাদের মাসিক সমš^য় সভা ২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রি. দুপুরে, চসিক কেবি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমš^য় সভার প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয়ের ভবন সমূহে সরেজমিনে জরিপ পরিচালনা করে ভবন সমূহের বাস্তব চিত্র ১ সপ্তাহের মধ্যে উপস্থাপন,ভবন সমূহ সংস্কার এবং দৃষ্টিনন্দন করার বিষয়ে প্রস্তাবনা উত্থাপন, প্রকৌশল বিভাগকে বাস্তবতার নিরিখে জনাকাংখা ও সেবা নিশ্চিত করার দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন। মেয়র বলেন,চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত যাবতীয় সেবার ৮০ ভাগ প্রকৌশল বিভাগের উপর নির্ভর করে। এ বিভাগে কর্মরতদের আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার উপর কর্পোরেশনের সুনাম ও সুখ্যাতি নির্ভর করে। একে অপরের জবাবদিহিতার উপর উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীলতা পাবে। তিনি বর্ষা শুরুর পূর্বে সড়ক সমূহের সংস্কার,নালা সংস্কার সহ অবকাঠামো সকল কার্যক্রম শেষ করার নির্দেশনা দেন। অঙ্গিকার, দরদ ও জবাবদিহিতা থাকলে প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করা কোন কঠিন কাজ নয়। মেয়র বলেন, জনবল, ইকুইপমেন্ট,অর্থ ও পরিকল্পনা শতভাগ থাকার পরও যদি কোন ধরনের অনিয়ম বা আন্তরিকতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় অথবা কেউ দায়সাড়াগোছের ডিউটি করে ভাগ্য পরিবর্তনের চিন্তা করেন তাহলে সংশ্লিস্টরা শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না। তিনি নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুটি, একে অপরকে দোষারোপ বা একে অপরের বদনাম করার বদঅভ্যাস ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে মাথায় রেখে সঠিকভাবে স্ব স্ব কর্ম সম্পাদন করার পরামর্শ দেন। সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মনিরুল হুদা, আনোয়ার হোছাইন, আবু সালেহ, কামরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী সিভিল,যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ সহ সহকারী প্রকৌশলী ও উপ সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমš^য় সভায় স্ব স্ব দায়িত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সকলে মেয়র বরাবরে রিপোর্ট পেশ করেন। সভায় অবসরে যাওয়া নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম আইয়ুব, সহকারী প্রকৌশলী জামাল উদ্দিনকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা ছাড়াও এয়ারপোর্ট সড়কে বাগান নির্মাণ করে দৃষ্টি নন্দন করার কাজে সফলতা অর্জনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী সুদিপ বসাক ও অসিম বড়–য়াকে প্রকৌশল বিভাগের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সাথে চট্টগ্রামস্থ রাশিয়ার কনস্যুল জেনারেল কার্যালয়ের এটাচি (Mr. Viacheslav Zakharov) এর বিদায়ী সাক্ষাত

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু রাশিয়া। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে রাশিয়া বাংলাদেশের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় রাষ্ট্র। স্বাধীনতার পর দেশ পুনগঠন এবং বন্দর সচল করার ক্ষেত্রে বন্ধুপ্রতীম রাশিয়ার ভূমিকা বাংলাদেশ চির স্মরনীয় করে রেখেছে। ২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রি. দুপুরে নগর ভবনের মেয়র দপ্তরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সাথে চট্টগ্রামস্থ রাশিয়ার কনস্যুল জেনারেল কার্যালয়ের এটাচি (Mr. Viacheslav Zakharov) বিদায়ী সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন,রাশিয়া বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে আজোবধি রাশিয়া বাংলাদেশের মানুষের পাশে আছে। তিনি বলেন, বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে রাশিয়ার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-চিকিৎসা সহ নানা বিষয়ে পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি সহ নানা বিষয়ে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাশিয়ার অবদান স্মরনীয় হয়ে থাকবে। রেডিমেট গার্মেন্টস্ রাশিয়ার বাজারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম থেকে রাশিয়ায় অসংখ্য শিক্ষার্থী লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ পুনগঠনে এবং বন্দর সচল করার ক্ষেত্রে রাশিয়ার অবদান বাংলাদেশ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরনে রাখবে। মেয়র বলেন, বর্তমান বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে রাশিয়ার অবদান স্মরনীয় হয়ে থাকবে। তিনি বিদায়ী এটাচিকে চট্টগ্রাম এর সাথে সম্পর্ক রাখার আহবান জানান। চট্টগ্রামস্থ রাশিয়ার কনস্যুল জেনারেল কার্যালয়ের বিদায়ী এটাচি (Mr. Viacheslav Zakharov) বলেন, চট্টগ্রামের মানুষের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যা কোনদিন ভুলার নয়। চট্টগ্রামস্থ রাশিয়ান দুতাবাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে তাকে বিদায়ী নিতে হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, চট্টগ্রাম ছেড়ে গেলেও বাংলাদেশের মানুষের কথা তাঁর স্মরনে থাকবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিদায় কনস্যুল জেনারেল কার্যালয়ের এটাচি (Mr. Viacheslav Zakharov) চট্টগ্রামের মেয়রকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, নানা প্রতিকুলতায় দায়িত্বপালন করে মেয়র আ জ ম নাছির

উদ্দীন ইতোমধ্যে নগরবাসীর নজর কেড়েছেন। এসময় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম অন্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন